কল্পনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

২৩ বৈশাখ, ১৩০৭ সাল।

মূল্য এক টাকা।

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

সুহৃৎকরকমলে।

বৈশাখ ১৩০৭।

সূচিপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
দুঃসময়	১
বর্ষামঙ্গল	৩
চৌর-পঞ্চাশিকা	৬
স্বপ্ন	৯
মদনভস্মের পূর্ব্বে	১২
মদনভস্মের পর	১৫
মার্জ্জনা	১৬
চৈত্ররজনী	১৮
স্পর্দ্ধা	১৯
পিয়াসী	২০
পসারিণী	২৩
ভ্রষ্ট লগ্ন	২৫
প্রণয় প্রশ্ন	২৭
আশা	৩০
বঙ্গলক্ষ্মী	৩১
শরৎ	৩৩
মাতার আহ্বান	৩৬
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ	৩৮
হতভাগ্যের গান	৩৯

বিষয়			পৃষ্ঠা।
জুতা আবিষ্কার	...	...	৪৩
সে আমার জননী রে	...	...	৪৮
জগদীশচন্দ্র বসু	...	...	৫০
ভিখারী	...	...	৫১
যাচনা	...	...	৫২
বিদায়	...	...	৫৩
লীলা	...	...	৫৬
নব বিরহ	...	...	৫৭
লজ্জিতা	...	...	৫৮
কাল্পনিক	...	...	৫৯
মানসপ্রতিমা	...	...	৬০
সংকোচ	...	...	৬১
প্রার্থী	...	...	৬২
সকরুণা	...	...	৬৪
বিবাহ-মঙ্গল	...	...	৬৫
ভারতলক্ষ্মী	...	...	৬৬
প্রকাশ	...	...	৬৭
উন্নতি-লক্ষণ	...	...	৭১
অশেষ	...	...	৮০
বিদায় কাল	...	...	৮৫
বর্ষ শেষ	...	...	৮৭

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ঝড়ের দিনে	৯৪
অসময়	৯৮
বসন্ত	১০১
ভগ্ন মন্দির	১০৪
বৈশাখ	১০৫
রাত্রি	১০৮
অনবচ্ছিন্ন আমি	১১১
জন্মদিনের গান	১১২
পূর্ণকাম	১১৩
প্রণাম	১১৪

দুঃসময়।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন অন্তরে,
দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা!

এ নহে মুখর বন-মর্ম্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গবজে সাগর ফুলিছে;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুমরঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে;
কোথারে সে তীর ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত,
কোথারে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা!
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা!

NATIONAL LIBRARY CALCUTTA No. 4130 DATE

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্ব্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে ;
বিশ্ব-জগৎ নিঃশ্বাসবায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে ;
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা ;
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা !

ঊর্দ্ধ আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি' তোমাপানে আছে চাহিয়া ,
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছ্বলি
শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া ;
বহু দূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এস এস সুরে করুণ মিনতি-মাখা ;
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোব,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা !

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা !
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে' ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ-রচনা !

আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
 উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা,
 ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
 এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা!

১৩০৪।

বর্ষামঙ্গল।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
 ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
 শ্যামগম্ভীর সরসা!
গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে;
 নিখিল-চিত্ত-হরষা
 ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা!

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
 মালতীমালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
 কোথা তোরা অভিসারিকা!

ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক্ স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা !
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা !

আন মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব কর বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিনী.
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী !
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ্জ-পাতায় নব গীত কর রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিনী !

কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভী,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পর করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁক নয়নে !
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন-শিখিরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকশিত বয়নে ;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে !

• স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে ;
শশীতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী ;
কোথা তোরা পুরকামিনী !
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী ;
শূন্যশয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী !

যূথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জ-তিমিরে,
জাগো সহচরী আজিকার নিশি ভুলোনা,
নীপশাখে বাঁধ ঝুলনা !
কুসুম-পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা !•
নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধ ঝুলনা !

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সনসন বন-বীথিকা !
গীতময় তরুলতিকা !

শতেকযুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা !
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা !

১৩০৪।

চৌর-পঞ্চাশিকা।

ওগো সুন্দর চোর,
বিদ্যা তোমার কোন্ সন্ধ্যার
কনক চাঁপার ডোর !
কত বসন্ত চলি গেছে হায়,
কত কবি আজি কত গান গায়,
কোথা রাজবালা চির শয্যায়
ওগো সুন্দর চোর
কোনো গানে আর ভাঙ্গেনা যে তার
অনন্ত ঘুম ঘোর।

ওগো সুন্দর চোর
কত কাল হল কবে সে প্রভাতে
তব প্রেমনিশি ভোর!
কবে নিবে গেছে নাহি তাহা লিখা
তোমার বাসরে দীপানল-শিখা,
খসিয়া পড়েছে সোহাগ-লতিকা,
ওগো সুন্দর চোর
শিথিল হয়েছে নবীন প্রেমের
বাহুপাশ সুকঠোর।

তবু সুন্দর চোর
মৃত্যু হারায়ে কেঁদে কেঁদে ঘুরে
পঞ্চাশ শ্লোক তোর!
পঞ্চাশবার ফিরিয়া ফিরিয়া
বিদ্যার নাম ঘিরিয়া ঘিরিয়া
তীব্র ব্যথায় মর্ম্ম চিরিয়া
ওগো সুন্দর চোর
যুগে যুগে তারা কাঁদিয়া মরিছে
মুঢ় আবেগে ভোর।

ওগো সুন্দর চোর,
অবোধ তাহারা বধির তাহারা
অন্ধ তাহারা ঘোর !
দেখেনা শোনেনা কে আসে কে যায়,
জানে না কিছুই কারে তারা চায়,
শুধু এক নাম এক সুরে গায়
ওগো সুন্দর চোর—
না জেনে না বুঝে ব্যর্থ ব্যথায়
ফেলিছে নয়ন লোর।

ওগো সুন্দর চোর
এক সুরে বাঁধা পঞ্চাশ গাথা
শুনে মনে হয় মোর—
রাজভবনের গোপনে পালিত,
রাজ বালিকার সোহাগে লালিত,
তব বুকে বসি শিখেছিল গীত
ওগো সুন্দর চোর
পোষা শুকসারী মধুর কণ্ঠ
যেন পঞ্চাশ জোড় !

ওগো সুন্দর চোর
তোমারি রচিত সোনার ছন্দ-
পিঞ্জরে তারা ভোর!
দেখিতে পায় না কিছু চারিধারে,
শুধু চির নিশি গাহে বারে বারে
তোমাদের চির শয়ন দুয়ারে
ওগো সুন্দর চোর—
আজি তোমাদের দুজনের চোখে
অনন্ত ঘুমঘোর।

১৩০৪।

স্বপ্ন।

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্ব্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।

বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।

মহাকাল মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি,—ঊর্দ্ধে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্ম্যপরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।

প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথে দুর্গম নির্জ্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্ত্তি বসি দম্ভভরে।

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড পরে।
হেন কালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।
দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মত সন্ধ্যাতারা করে।
অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশ-ধূপবাস
ফেলিল সর্ব্বাঙ্গে মোর উতলা নিঃশ্বাস।

প্রকাশিল অর্দ্ধচ্যুত-বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগর-গুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে,—মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে সুধাল শুধু, সকরুণ আঁখি,
"হে বন্ধু আছত ভাল ?"—মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু—কথা আর নাহি!
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি,—নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত,—মনে নাহি আর!
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

দুজনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে।
নাহি জানি কখন্ কি ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে,—কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখীর মত; মুখখানি তার

নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে ;—ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস।

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন্ নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

১৩০৪।

মদনভস্মের পূর্ব্বে।

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা!
কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধুপবনে
পথিকবধূ চরণে প্রণতা।
ছড়াত পথে আঁচল হতে আশোক চাঁপা করবী
মিলিয়া যত তরুণ তরুণী,
বকুলবনে পবন হ'ত সুবার মত সুরভী
পরাণ হত অরুণ-বরণী।

সন্ধ্যা হলে কুমারীদলে বিজন তব দেউলে
জ্বালায়ে দিত প্রদীপ যতনে,
শূন্য হলে তোমার তূণ বাছিয়া ফুল-মুকুলে
সায়ক তারা গড়িত গোপনে।
কিশোর কবি মুগ্ধ ছবি বসিয়া তব সোপানে
বাজায়ে বীণা রচিত রাগিণী।
হরিণ সাথে হরিণী আসি চাহিত দীন নয়ানে,
বাঘের সাথে আসিত বাঘিনী।

হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রণয়ভীরু ষোড়শী
চরণে ধরি করিত মিনতি।
পঞ্চশর গোপনে লয়ে কৌতূহলে উলসি'
পরখছলে খেলিত যুবতী।
শ্যামল তৃণ-শয়নতলে ছড়ায়ে মধু-মাধুরী
ঘুমাতে তুমি গভীর আলসে,
ভাঙাতে ঘুম লাজুক বধূ করিত কত চাতুরী
নূপুর দুটি বাজাত লালসে।

কাননপথে কলস লয়ে চলিত যবে নাগরী
কুসুমশর মারিতে গোপনে,
যমুনাকূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগরী
রহিত চাহি আকুল নয়নে।

বাহিয়া তব কুসুমতরী সমুখে আসি হাসিতে,
সরমে বালা উঠিত জাগিয়া,
শাসন তরে বাঁকায়ে ভুরু নামিয়া জলরাশিতে
মারিত জল হাসিয়া রাগিয়া।

তেমনি আজো উদিছে বিধু মাতিছে মধুযামিনী
মাধবীলতা মুদিছে মুকুলে।
বকুলতলে বাঁধিছে চুল একেলা বসি কামিনী
মলয়ানিল-শিথিল-দুকূলে।
বিজন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চখা চখীরে
মাঝেতে বহে বিরহ-বাহিনী।
গোপন-ব্যথাকাতর বালা বিরলে ডাকি সখীরে
কাঁদিয়া কহে করুণ কাহিনী।

এস গো আজি অঙ্গ ধরি সঙ্গে করি সখারে
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে,
এস গোপনে মৃদু চরণে বাসরগৃহ-দুয়ারে
স্তিমিত-শিখা প্রদীপ আলোকে।
এস চতুর মধুর হাসি তড়িৎসম সহসা
চকিত কর বধূরে হরষে,
নবীন কর মানবঘর ধরণী কর বিবশা
দেবতা পদ-সরস-পরশে!

১৩০৪।

মদনভস্মের পর ।

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে !
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসি'
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সঙ্গীতে
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
মাধবীমাসে নিমেষ মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি' মূরছি পড়ে অবনী।

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়-বীণা-যন্ত্রে মহা পুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কি দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে !
কি কথা উঠে মর্ম্মরিয়া বকুল-তরু-পল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কি ভাষা !
ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা !

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগনে !

বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত,
চরণ কার কোমল তৃণ শয়নে!
পরশ কার পুষ্পবাসে পরাণমন উল্লাসি’
হৃদয়ে উঠে লতার মত জড়ায়ে,
পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কি, সন্ন্যাসি,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!

১৩০৪।

মার্জ্জনা।

ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভাল বেসেছি
মোরে দয়া করে কোরো মার্জ্জনা, কোরো মার্জ্জনা!
ভীরু পাখীর মতন তব পিঞ্জরে এসেছি
ওগো তাই বলে দ্বার কোরোনা রুদ্ধ কোরোনা!
মোর যাহা কিছু ছিল কিছুই পারিনি রাখিতে,
মোর উতলা হৃদয় তিলেক পারিনি ঢাকিতে,
সখা, তুমি রাখ তুমি ঢাক তুমি কর করুণা
ওগো আপনার গুণে অবলারে কোরো মার্জ্জনা
কোরো মার্জ্জনা!

ওগো প্রিয়তম, যদি নাহি পার ভালবাসিতে
তবু ভালবাসা কোরো মার্জ্জনা, কোরো মার্জ্জনা !
তব দুটি আঁখিকোণ ভরি দুটি কণা হাসিতে
এই অসহায়া পানে চেয়োনা বন্ধু চেয়োনা !
আমি সম্বরি বাস ফিরে যাব দ্রুতচরণে,
আমি চকিত সরমে লুকাব আঁধার মরণে,
আমি দু'হাতে ঢাকিব নগ্ন হৃদয়-বেদনা,
ওগো প্রিয়তম তুমি অভাগীরে কোরো মার্জ্জনা
কোরো মার্জ্জনা !

ওগো প্রিয়তম যদি চাহ মোরে ভাল বাসিয়া
মোর সুখরাশি কোরো মার্জ্জনা কোরো মার্জ্জনা !
যবে সোহাগের স্রোতে যাব নিরুপায় ভাসিয়া
তুমি দূর হতে বসি হেসোনাগো সখা হেসোনা !
যবে রাণীর মতন বসিব রতন আসনে,
যবে বাঁধিব তোমারে নিবিড় প্রণয় শাসনে,
যবে দেবীর মতন পূরাব তোমার বাসনা,
ওগো তখন হে নাথ ! গরবীরে কোরো মার্জ্জনা
কোরো মার্জ্জনা !

১৩০৪।

চৈত্ররজনী।

আজি উন্মাদ মধুনিশি, ওগো
চৈত্র-নিশীথশশী!
তুমি এ বিপুল ধরণীর পানে
কি দেখিছ একা বসি
চৈত্র নিশীথ শশী!

কত নদীতীরে, কত মন্দিরে,
কত বাতায়নতলে,
কত কানাকানি, মন-জানাজানি,
সাধাসাধি কত ছলে!
শাখা প্রশাখার, দ্বার জানালার
আড়ালে আড়ালে পশি
কত সুখদুখ কত কৌতুক
দেখিতেছ একা বসি।
চৈত্র-নিশীথ-শশী!

মোরে দেখ চাহি, কেহ কোথা নাহি,
শূন্য ভবন ছাদে
নৈশ পবন কাঁদে।

তোমারি মতন একাকী আপনি
চাহিয়া রয়েছি বসি
চৈত্র-নিশীথ-শশি।

১৩০৪।

স্পর্দ্ধা।

সে আসি কহিল—"প্রিয়ে মুখ তুলে চাও!"
দূষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু "যাও"!
সখি ওলো সখি, সত্য করিয়া বলি,
তবু সে গেল না চলি!

দাঁড়াল সমুখে, কহিনু তাহারে, সর'!
ধরিল দু'হাত, কহিনু, আহা কি কর!
সখি ওলো সখি মিছে না কহিব তোরে—
তবু ছাড়িল না মোরে!

শ্রুতিমূলে মুখ আনিল সে মিছিমিছি,—
নয়ন বাঁকায়ে কহিনু তাহারে, ছি ছি!
সখি ওলো সখি কহিনু শপথ করে
তবু সে গেল না সরে!

অধরে কপোল পরশ করিল তবু,
কাঁপিয়া কহিনু, এমন দেখিনি কভু!
সখি ওলো সখি এ কি তার বিবেচনা,
তবু মুখ ফিরাল না!

আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিল,
কহিনু তাহারে, মালায় কি কাজ ছিল!
সখি ওলো সখি নাহি তার লাজ ভয়,
মিছে তারে অনুনয়!

আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে,
চাহি তার পানে রহিনু অবাক্ হয়ে!
সখি ওলো সখী ভাসিতেছি আঁখিনীরে,—
কেন সে এল না ফিরে!

১৩০৪।

পিয়াসী।

আমি ত চাহিনি কিছু।
বনের আড়ালে দাঁড়ায়ে ছিলাম
নয়ন করিয়া নীচু।

তখনো ভোরের আলস-অরুণ
আঁখিতে রয়েছে ঘোর,
তখনো বাতাসে জড়ানো রয়েছে
নিশির শিশির লোর।
নূতন তৃণের উঠিছে গন্ধ
মন্দ প্রভাত বায়ে;
তুমি একাকিনী কুটীর বাহিরে
বসিয়া অশথ-ছায়ে
নবীন-নবনী-নিন্দিত করে
দোহন করিছ দুগ্ধ;
আমি ত কেবল বিধুর বিভোল
দাঁড়ায়ে ছিলাম মুগ্ধ।

আমি ত কহি নি কথা।
বকুল শাখায় জানি না কি পাখী
কি জানাল ব্যাকুলতা!
আম্র কাননে ধরেছে মুকুল,
ঝরিছে পথের পাশে;
গুঞ্জনস্বরে দুয়েকটি করে
মৌমাছি উড়ে আসে।
সরোবর পারে খুলিছে দুয়ার
শিবমন্দিব ঘরে,

সন্ন্যাসী গাহে ভোরের ভজন
শান্ত গভীর স্বরে।
ঘট লয়ে কোলে বসি তরুতলে
দোহন করিছ দুগ্ধ ;
শূন্য পাত্র বহিয়া মাত্র
দাঁড়ায়ে ছিলাম লুব্ধ।

আমি ত যাইনি কাছে।
উতলা বাতাস অলকে তোমার
কি জানি কি করিয়াছে।
ঘণ্টা তখন বাজিছে দেউলে
আকাশ উঠিছে জাগি ;
ধরণী চাহিছে ঊর্দ্ধগগণে
দেবতা-আশিষ মাগি।
গ্রামপথ হতে প্রভাত আলোতে
উড়িছে গোখুর ধূলি,—
উছলিত ঘট বেড়ি কটিতটে
চলিয়াছে বধূগুলি।
তোমার কাঁকণ বাজে ঘন ঘন
ফেনায়ে উঠিছে দুগ্ধ

পিয়াসী নয়নে ছিনু এক কোণে
পরাণ নীরবে ক্ষুব্ধ।

১৩০৪।

পসারিণী।

ওগো পসারিণী, দেখি আয়,
কি রয়েছে তব পসরায়!
এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি
কোমল করুণ ক্লান্তকায়!
কোথা কোন্ রাজপুরে যাবে আরো কতদূরে
কিসের দুরূহ দুরাশায়!
সম্মুখে দেখ ত চাহি, পথের যে সীমা নাহি,
তপ্তবালু অগ্নিবাণ হানে!
পসারিণী কথা রাখো, দূর পথে যেয়োনাকো,
ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে!

হেথা দেখ শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল;
কূলে কূলে ভরা দিঘি, কাকচক্ষু জল।
ঢালু পাড়ি চারি পাশে কচি কচি কাঁচা ঘাসে
ঘনশ্যাম চিকণ-কোমল!

পাষাণের ঘাটখানি, কেহ নাই জনপ্রাণী,
আম্রবন নিবিড় শীতল।
থাক্ তব বিকি-কিনি, ওগো শ্রান্ত পসারিণী,
এইখানে বিছাও অঞ্চল!

ব্যথিত চরণ দুটি ধুয়ে নিবে জলে,
বনফুলে মালা গাঁথি পরি নিবে গলে।
আম্র মঞ্জরীর গন্ধ বহি আনি মৃদুমন্দ
বায়ু তব উড়াবে অলক,
ঘুঘুডাকে ঝিল্লিরবে, কি মন্ত্র শ্রবণে কবে,
মুদে যাবে চোখের পলক!
পসরা নামায়ে ভূমে যদি ঢুলে পড় ঘুমে,
অঙ্গে লাগে সুখালস ঘোর।
যদি ভুলে তন্দ্রাভরে, ঘোমটা খসিয়া পড়ে,
তাহে কোন শঙ্কা নাহি তোর!

যদি সন্ধ্যা হয়ে আসে, সূর্য্য যায় পাটে;
পথ নাহি দেখা যায় জনশূন্য মাঠে,—
নাই গেলে বহুদূরে, বিদেশের রাজপুরে,
নাই গেলে রতনের হাটে!
কিছু না করিয়ো ডর, কাছে আছে মোর ঘর,
পথ দেখাইয়া যাব আগে;

শশীহীন অন্ধ রাত, ধরিয়ো আমার হাত,
যদি মনে বড় ভয় লাগে!
শয্যা শুভ্রফেননিভ, স্বহস্তে পাতিয়া দিব,
গৃহকোণে দীপ দিব জ্বালি,
দুগ্ধ-দোহনের রবে কোকিল জাগিবে যবে
আপনি জাগায়ে দিব কালি!
ওগো পসারিণী
মধ্যদিনে রুদ্ধ ঘরে, সবাই বিশ্রাম করে
দগ্ধ পথে উড়ে তপ্তবালি,
দাঁড়াও, যেওনা আর, নামাও পসরা ভার,
মোর হাতে দাও তব ডালি!

১৩০৪।

ভ্রষ্ট লগ্ন।

শয়ন-শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল-রবে।
অলসচরণে বসি বাতায়নে এসে
নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে।

এমন সময়ে অরুণ-ধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।
শুধাল কাতরে—"সে কোথায় সে কোথায়!"
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি,—
সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
"নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি!"

গোধূলি বেলায় তখনো জ্বালেনি দীপ,
পরিতেছিলাম কপালে সোনার টীপ;—
কনক মুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে—
বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন মনে।
হেনকালে এল সন্ধ্যাধূসর পথে
করুণ-নয়ন তরুণ পথিক রথে।
ফেনায় ঘর্ম্মে আকুল অশ্বগুলি
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি।
শুধাল কাতরে "সে কোথায়, সে কোথায়!"
ক্লান্তচরণে আমারি দুয়ারে নামি।
সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়
"শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি!"

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিণ বাতাস মরিছে বুকের পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী,
দুয়ার সমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসর-গেহ
অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি,
দূর্ব্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।
রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি,
বাতায়নতলে বসেছি ধূলায় নামি',—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
"হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি!"

১৩০৪।

প্রণয় প্রশ্ন।

এ কি তবে সবি সত্য
হে আমার চিরভক্ত ?
আমার চোখের বিজুলি-উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে,
এ কি সত্য ?

আমার মধুর অধর, বধূর
নব লাজ সম রক্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ?

চির-মন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি ?
চরণে আমার বীণা-ঝঙ্কার বাজে কি ?
এ কি সত্য ?
নিশির শিশির ঝরে কি আমারে হেরিয়া ?
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারে ঘেরিয়া
এ কি সত্য ?
তপ্ত কপোল পরশে অধীর
সমীর মদির মত্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ?

কালো কেশপাশে দিবস লুকায় আঁধারে,
মরণ-বাঁধন মোর দুই-ভুজে বাঁধা রে
এ কি সত্য ?
ভুবন মিলায় মোর অঞ্চল খানিতে,
বিশ্ব নীরব মোর কণ্ঠের বাণীতে
এ কি সত্য ?

ত্রিভুবন লয়ে শুধু আমি আছি,
আছে মোর অনুরক্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ?

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া ?
এ কি সত্য ?
আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চির জনমের বিরাম লভিলে পলকে
এ কি সত্য ?
মোর সুকুমার ললাট-ফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ?

১৩০৪।

আশা।

এ জীবনসূর্য্য যবে অস্তে গেল চলি,
হে বঙ্গজননী মোর, "আয় বৎস," বলি
খুলি দিলে অন্তঃপুরে প্রবেশ-দুয়ার,
ললাটে চুম্বন দিলে ; শিয়রে আমার
জ্বালিলে অনন্ত দীপ। ছিল কণ্ঠে মোর
একখানি কণ্টকিত কুসুমের ডোর
সঙ্গীতের পুরস্কার, তারি ক্ষত জ্বালা
হৃদয়ে জ্বলিতেছিল,—তুলি সেই মালা
প্রত্যেক কণ্টক তার নিজ হস্তে বাছি
ধূলি তার ধুয়ে ফেলি শুভ্র মাল্যগাছি
গলায় পরায়ে দিয়ে লইলে বরিয়া
মোরে তব চিরন্তন সন্তান করিয়া।
অশ্রুতে ভরিয়া উঠি খুলিল নয়ন ;
সহসা জাগিয়া দেখি—এ শুধু স্বপন !

১৩০৫।

বঙ্গলক্ষ্মী।

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনেঘেরা সহস্র কুটীরে,
দোহন-মুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণ ঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গ-জননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।
এ বিশ্বসমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোন কাজে
নাহি জান সে বারতা! তুমি শুধু, মা গো,
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগো
মলয় বীজন করি! রয়েছ মা ভুলি
তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্য-ভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার-ললাট-শোভা সীমন্ত-রতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে!
নিত্যকর্ম্মে রত শুধু, অয়ি মাতৃভূমি,

প্রত্যূষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি'
রৌদ্র নিবারিছ,—যবে আসে বিভাবরী
চারিদিক হতে তব যত নদ নদী
ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহুপাশে।
শরৎ মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোত-কূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাতঃ, প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা ; স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়
ধৈর্য্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দ্দিক্‌ময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্ব্বাদ করে বিকিরণ !
হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,
মধুর মঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল,
নতশির'কবিচক্ষে ভরি আসে জল !

শরৎ।

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে!
পারে না বহিতে নদী জল-ধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরেনাক আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে!
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে!

জননী তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে!
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁঠি আঁঠি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী তোমার আহ্বান লিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে!

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীলবরণী ;
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী !
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিশি দিশি হতে তরণী !
আকাশ করেছ সুনীল অমল
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী !

বহিছে প্রথম শিশির-সমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে,—
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে !
দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন ;
হাসিভরা মুখ তব পরিজন
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে !
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে !

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া!
ওপার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ওপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়
আয় তোরা সবে জুটিয়া!
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া!

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী!
পরেছে কিরীট কনক কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ জড়িত-চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী!
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী!

মাতার আহ্বান।

বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে
  ফুকারিয়া ডাক জননি!
প্রান্তরে তব সন্ধ্যা নামিছে
  আঁধারে ঘেরিছে ধরণী।
ডাক "চলে আয়, তোরা কোলে আয়,"
ডাক সকরুণ আপন ভাষায়!
সে বাণী হৃদয়ে করুণা জাগায়,
  বেজে উঠে শিরা ধমনী,
হেলায় খেলায় যে আছে যেথায়
  সচকিয়া উঠে অমনি!

আমরা প্রভাতে নদী পার হ'নু,
  ফিরিনু কিসের দুরাশে!
পরের উঞ্ছ অঞ্চলে লয়ে
  ঢালিনু জঠর-হুতাশে!
খেয়া বহেনাকো, চাহি ফিরিবারে,
তোমার তরণী পাঠাও এ পারে,
আপনার ক্ষেত গ্রামের কিনারে
  পড়িয়া রহিল কোথা সে!
বিজন বিরাট্‌ শূন্য সে মাঠ
  কাঁদিছে উতলা বাতাসে!

কাঁপিয়া কাঁপিয়া দীপখানি তব
নিবু-নিবু করে পবনে,
জননি, তাহারে করিয়ো রক্ষা
আপন বক্ষ-বসনে!
তুলি ধর তারে দক্ষিণ করে,
তোমার ললাটে যেন আলো পড়ে,
চিনি দূর হতে, ফিরে আসি ঘরে,
না ভুলে আলেয়া-ছলনে!
এ পারে দুয়ার রুদ্ধ জননি,
এ পর-পুরীর ভবনে।

তোমার বনের ফুলের গন্ধ
আসিছে সন্ধ্যাসমীরে।
শেষ গান গাহে তোমার কোকিল
সুদূর কুঞ্জতিমিরে।
পথে কোন লোক নাহি আর বাকী,
গহন কাননে জ্বলিছে জোনাকী,
আকুল অশ্রু ভরি দুই আঁখি
উচ্ছ্বসি উঠে অধীরে।
"তোরা যে আমার" ডাক একবার
দাঁড়ায়ে দুয়ার-বাহিরে!

১৩০৫।

ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে,
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ!
বিদেশী জানেনা তোরে অনাদরে তাই
করে অপমান,
মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই
আপন সন্তান!
তোমার যা দৈন্য, মাতঃ, তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি,
পরধনে ধিক্ গর্ব্ব, করি করযোড়,
ভরি ভিক্ষা ঝুলি!
পুণ্যহস্তে শাকঅন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটাবস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে!
সেই সিংহাসন, যদি অঞ্চলটি পাত,
কর স্নেহ দান!
যে তোমারে তুচ্ছ করে, সে আমারে, মাতঃ,
কি দিবে সম্মান!

১৩০৪।

হতভাগ্যের গান।

বিভাস। একতালা।

বন্ধু!

কিসের তরে অশ্রু ঝরে,
  কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস!
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
  কর্‌ব মোরা পরিহাস!
রিক্ত যারা সর্ব্বহারা
সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্ব্বময়ী ভাগ্যদেবীর
  নয়কো তারা ক্রীতদাস!
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
  করব মোরা পরিহাস!

আমরা সুখের স্ফীতবুকের
  ছায়ার তলে নাহি চরি!
আমরা দুখের বক্রমুখের
  চক্র দেখে ভয় না করি!
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য
বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,

ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে
ভিন্ন করব নীলাকাশ!
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস!

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী,
তুমি দেবি অচঞ্চলা!
তোমার রীতি সরল অতি
নাহি জান ছলাকলা!
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা
নাইক তাহে প্রতারণা,
টানো যখন মরণ ফাঁসি
বলনাক মিষ্টভাষ!
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস!

ধরার যারা সেরা সেরা
মানুষ তারা তোমার ঘরে।
তাদের কঠিন শয্যাখানি
তাই পেতেছ মোদের তরে।
আমরা বরপুত্র তব,
যাহাই দিবে তাহাই লব,

তোমায় দিব ধন্যধ্বনি
মাথায় বহি সর্ব্বনাশ!
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস!

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা
লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে!
ভাঙ্গা কুলোয় করুক্ পাখা
তোমার যত ভৃত্যগণে!
দগ্ধভালে প্রলয় শিখা
দিক্ মা এঁকে তোমার টীকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা
জীর্ণ কন্থা, ছিন্নবাস!
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস!

লুকোক্ তোমার ডঙ্কা শুনে
কপট সখার শূন্য হাসি!
পালাক্ ছুটে পুচ্ছ তুলে
মিথ্যে চাটু মক্কা কাশি!
আত্মপরের প্রভেদ-ভোলা
জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা,

থাক্‌বে তুমি থাক্‌ব আমি
সমান ভাবে বারো মাস!
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস!

শঙ্কা তরাস লজ্জা সরম,
চুকিয়ে দিলেম স্তুতি-নিন্দে।
ধূলো, সে তোর পায়ের ধূলো,
তাই মেখেচি ভক্তবৃন্দে!
আশারে কই, "ঠাকুরাণী,
তোমার খেলা অনেক জানি,
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি
তারেও ফাঁকি দিতে চাস!"
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস!

মৃত্যু যেদিন বল্‌বে "জাগো,
প্রভাত হল তোমার রাতি"—
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের
চন্দ্র সূর্য্য দুটো বাতি।
আমরা দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি
চিরদিনের প্রতিবেশি,

বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর
জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ,—
বিদায় কালে অদৃষ্টেরে
করে যাব পরিহাস!

১৩০৪।

জুতা-আবিষ্কার।

কহিলা হবু "শুন গো গোবুরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র-
মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
ধরণীমাঝে চরণ ফেলা মাত্র!
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি!
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর একি এ অনাসৃষ্টি!
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর!"

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম্ম বহে গাত্রে!
পণ্ডিতের হইল মুখ চুণ
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে!
রান্নাঘরে নাহিক চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়িমধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে,—
"যদি না ধূলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধূলা পাইব কি উপায়ে!"

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি,
কহিল শেষে "কথাটা বটে সত্য,
কিন্তু আগে বিদায় কর ধূলি,
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব!
ধূলা-অভাবে না পেলে পদধূলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে!
আগের কাজ আগে ত তুমি সারো
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো!"

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
  যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানীগুণী
  দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী!
বসিল সবে চসমা চোখে আঁটি,
  ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য,
অনেক ভেবে কহিল "গেলে মাটি
  ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য!"
কহিল রাজা "তাই যদি না হবে,
  পণ্ডিতেরা রয়েছ কেন তবে?"

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
  কিনিল ঝাঁটা সাড়ে সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধূলো এসে
  ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ!
ধূলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
  ধূলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য্য;
ধূলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
  ধূলার মাঝে নগর হল উহ্য।
কহিল রাজা, "করিতে ধূলা দূর,—
  জগত হল ধূলায় ভর-পূর!"

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক্ কাঁখে একুশলাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিক চলে কিস্তি ;
জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙ্গার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা ;
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দ্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা !
কহিল রাজা "এমনি সব গাধা
ধূলারে মারি করিয়া দিল কাদা !"

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে ;
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত ;
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে শর্ষে,
ধূলার হায় নাহিক পায় অন্ত !
কহিল "মহী মাদুর দিয়ে ঢাক ;
ফরাস পাতি' করিব ধূলা বন্ধ !"
কহিল কেহ "রাজারে ঘরে রাখ
কোথাও যেন না থাকে কোন রন্ধ্র !
ধূলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধূলা ত লাগে না।"

কহিল রাজা "সে কথা বড় খাঁটি,
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবসরাতি রহিলে আমি বন্ধ!"
কহিল সবে "চামারে তবে ডাকি
চর্ম্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী!
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্ত্তি!"
কহিল সবে "হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমত চামার যদি মেলে!"

রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম্ম।
যোগ্যমত চামার নাহি কোথা,
না মিলে তত উচিতমত চর্ম্ম!
তখন ধীরে চামার-কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,—
"বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ!
নিজের দুটি চরণ ঢাক, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে!"

কহিল রাজা "এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধ !"
মন্ত্রী কহে "বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখ রুদ্ধ !"
রাজার পদ চর্ম্ম-আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে ;
মন্ত্রী কহে "আমারো ছিল মনে,
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জান্‌তে !"
সেদিন হতে চলিল জুতো-পরা,
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।

১৩০৪।

সে আমার জননী রে !

ভৈরবী। রূপক।

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে ?
কে বৃথা আশাভরে
চাহিছে মুখপরে ?
সে যে আমার জননী রে !

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি ?
  কাহার ভাষা হায়
  ভুলিতে সবে চায় ?
সে যে আমার জননী রে !

ক্ষণেক স্নেহ-কোল ছাড়ি'
চিনিতে আর নাহি পারি।
  আপন সন্তান
  করিছে অপমান,—
সে যে আমার জননী রে !

বিরল কুটীরে বিষণ্ণ
কে বসে' সাজাইয়া অন্ন ?
  সে স্নেহ-উপহার
  রুচে না মুখে আর !
সে যে আমার জননী রে !

জগদীশচন্দ্র বসু।

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।

বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত-সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে !
সে ধ্বনি গম্ভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হয়ে সিন্ধুপার।

আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্ব্বাদ খানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে ভ্রাতঃ !
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে !

১৩০৪।

ভিখারী।

ভৈরবী। একতালা।

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই?
ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী, চলেছ
কি কাতর গান গাই'!
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে
ভিখারী, আমার ভিখারী!
হায় পলকে সকলি সঁপেছি চরণে,
আর ত কিছুই নাই!
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ
আরো কি তোমার চাই!
আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরা'নু বাস;
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি
তোমার পূরাতে আশ!
মম প্রাণ মন যৌবন নব
করপুটতলে পড়ে আছে তব,
ভিখারী, আমার ভিখারী!

হায় আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই!
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই!

যাচনা।

ভালবেসে সখি নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো—তোমার
মনের মন্দিরে!
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো—তোমার
চরণ-মঞ্জীরে!

ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখীটি—তোমার
প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে!
মনে করে সখি বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখীটি—তোমার
কনক কঙ্কণে!

আমার লতার একটি মুকুল
　　ভুলিয়া তুলিয়া রাখিয়ো—তোমার
　　　অলক-বন্ধনে!
আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দূরে
　　একটি বিন্দু আঁকিয়ো—তোমার
　　　ললাট চন্দনে!

আমার মনের মোহের মাধুরী
　　মাখিয়া রাখিয়া দিয়োগো—তোমার
　　　অঙ্গ সৌরভে!
আমার আকুল জীবন মরণ
　　টুটিয়া লুটিয়া নিয়োগো—তোমার
　　　অতুল গৌরবে!

বিদায়।

বিভাস।

এবার চলিনু তবে!
সময় হয়েছে নিকট, এখন
　　বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

উচ্ছল জল করে ছলছল,
জাগিয়া উঠেছে কল-কোলাহল,
তরণী-পতাকা চল-চঞ্চল
কাঁপিছে অধীর রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর
নির্ম্মম আমি আজি!
আর নাই দেরী, ভৈরব-ভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি।
তুমি ঘুমাইছ নিমীল-নয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহ-স্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

অরুণ তোমার তরুণ অধর,
করুণ তোমার আঁখি,
অমিয়-রচন সোহাগ-বচন
অনেক রয়েছে বাকি।

পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,
মহাকাশ হতে ওই বারেবার
　　আমারে ডাকিছে সবে!
সময় হয়েছে নিকট, এখন
　　বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
　　কে মোর আত্মপর!
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
　　কোথায় আমার ঘর!
কিসেরি বা সুখ, কদিনের প্রাণ?
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান!
অমর মরণ রক্তচরণ
　　নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
　　বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

১৩০৪।

লীলা।

সিন্ধু ভৈরবী।

কেন বাজাও কাঁকণ কনকন, কত
ছলভরে !
ও গো ঘরে ফিরে চল, কনক কলসে
জল ভরে'।
কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি
কর খেলা !
কেন চাহ খনে-খনে চকিত নয়নে
কার তরে
কত ছল ভরে !

হের যমুনা-বেলায় আলসে হেলায়
গেল বেলা
যত হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি
কলস্বরে
কত ছলভরে !
হের নদী-পরপারে গগন কিনারে
মেঘ-মেলা
তারা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি
মুখ পরে
কত ছল ভরে। ১৩০৪।

নব বিরহ।

মল্লার।

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।
অধর করুণামাখা
মিনতি-বেদনা-আঁকা,
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায়-খণে।
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।

ঝর ঝর ঝরে জল বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরাণ-পুটে
কোন্‌খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয় কোণে!
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।

১৩০৪।

লজ্জিতা।

ভৈরবী।

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে!
সরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে!
আলোক-পরশে মরমে মরিয়া
হেরগো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোন মতে আছে পরাণ ধরিয়া
কামিনী শিথিল সাজে!
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে!

নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ
উষার বাতাস লাগি।
রজনীর শশী গগনের কোণে
লুকায় শরণ মাগি!
পাখী ডাকি বলে—গেল বিভাবরী,—
বধূ চলে জলে লইয়া গাগরী,
আমি এ আকুল কবরী আবরি
কেমনে যাইব কাজে!
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে! ১৩০৪।

কাল্পনিক।

বেহাগ।

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে,—
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন
হতাশে।
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানস-প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে।
কিছু বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা-
বাঁধনে।
কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর
সাধনে।
আপনার মনে বসিয়া একেলা
অনল-শিখায় কি করিনু খেলা,
দিন-শেষে দেখি ছাই হল সব
হুতাশে।
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে।

১৩০৪।

মানসপ্রতিমা।

ইমন কল্যাণ।

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর,
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন-বিহারী !
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা ;—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম গগন-বিহারী !

মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে, তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী !
তব অধর এঁকেছি সুধা বিষে মিশে
মম সুখ দুখ ভাঙিয়া ;
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী !

মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব
নয়নে দিয়েছি পরায়ে
অয়ি মুগ্ধ নয়ন-বিহারী।

মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে।
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম জীবন-মরণ-বিহারী।

১৩০৪।

সংকোচ।

ছায়ানট।

যদি বারণ কর তবে
গাহিব না।
যদি সরম লাগে, মুখে
চাহিব না।
যদি বিরলে মালা গাঁথা
সহসা পায় বাধা,
তোমার ফুলবনে
যাইব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

যদি থমকি থেমে যাও
পথমাঝে
আমি চমকি চলে যাব
আন কাজে।
যদি তোমার নদীকূলে
ভুলিয়া ঢেউ তুলে,
আমার তরীখানি
বাহিব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

১৩০৪।

প্রার্থী।

কালাংড়া।

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা,
তব নব প্রভাতের নবীন শিশির-ঢালা।
সরমে জড়িত কত না গোলাপ
কত না গরবী করবী

কত না কুসুম ফুটেছে তোমার
মালঞ্চ করি আলা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

অমল শরত শীতল সমীর
বহিছে তোমার কেশে,
কিশোর অরুণ-কিরণ, তোমার
অধরে পড়েছে এসে।
অঞ্চল হতে বনপথে ফুল
যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া
অনেক কুন্দ অনেক শেফালি
ভরেছে তোমার ডালা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

১৩০৪।

সকরুণা।

আলেয়া।

সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে!
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে!
যদি শুধায় কে দিল, কোন্ ফুল-কাননে,
তোর শপথ, আমার নামটি বলিস্‌নে!
সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে!

সখি তরুর তলায় বসে সে ধূলায় যে!
সেথা বকুলমালায় আসন বিছায়ে দে!
সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে
কেন কি বলিতে চায় না বলিয়া যায় সে!
সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে!

১৩০৪।

বিবাহ-মঙ্গল।

ঝিঁঝিট।

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন
পাতিয়া বস হে হৃদয়নাথ!
কল্যাণ করে মঙ্গল ডোরে
বাঁধিয়া রাখ হে দোঁহার হাত।
প্রাণেশ, তোমারি প্রেম অনন্ত
জাগাক্ জীবনে নব বসন্ত,
যুগল প্রাণের নবীন-মিলনে
কর হে করুণ নয়ন পাত।
সংসার পথ দীর্ঘ দারুণ,
বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,
আজিকে তোমারি প্রসাদ-অরুণ
করুক্ উদয় নব-প্রভাত!
তব মঙ্গল তব মহত্ত্ব
তোমারি মাধুরী তোমারি সত্য
দোঁহার চিত্তে রহুক্ নিত্য
নব নব রূপে দিবসরাত।

১৩০৪।

ভারতলক্ষ্মী।

ভৈরবী।

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্য করোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী-জননী!
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী।
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী।
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী!

১৩০৪।

প্রকাশ।

হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ ত কহেনি কথা।
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা;
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে,
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে;
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি,
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি;
এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে,
সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে।

না জানি সে কবি জগতের কোণে কোথা ছিল দিবানিশি,
লতাপাতা-চাঁদ-মেঘের সহিতে এক হয়ে ছিল মিশি!
ফুলের মতন ছিল সে মৌন মনের আড়ালে ঢাকা,
চাঁদের মতন চাহিতে জানিত নয়ন স্বপনমাখা;
বায়ুর মতন পারিত ফিরিতে অলক্ষ্য মনোরথে
ভাবনাসাধনা-বেদনাবিহীন বিফল ভ্রমণ-পথে;
মেঘের মতন আপনার মাঝে ঘনায়ে আপন ছায়া
একা বসি কোণে জানিত রচিতে ঘন গম্ভীর মায়া!

দ্যুলোকে ভূলোকে ভাবে নাই কেহ আছে সে কিসের খোঁজে,
হেন সংশয় ছিল না কাহারো, সেযে কোন কথা বোঝে!

বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে তাই ছিলনাকো সাবধানে,
ঘন ঘন তার ঘোমটা খসিত ভাবে ইঙ্গিতে গানে।
বাসর ঘরের বাতায়ন যদি খুলিয়া যাইত কভু
দ্বারপাশে তারে বসিতে দেখিয়া রুধিয়া দিত না তবু!
যদি সে নিভৃত শয়নের পানে চাহিত নয়ন তুলি
শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ছুঁড়িত না ফুলধূলি!

শশি যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালবাসা
এরে দেখি হেসে ভাবিত এ লোক জানে না চোখের ভাষা!
নলিনী যখন খুলিত পরাণ চাহি তপনের পানে
ভাবিত এ জন ফুলগন্ধের অর্থ কিছু না জানে!
তড়িৎ যখন চকিত নিমেষে পালাত চুমিয়া মেঘে,
ভাবিত, এ ক্ষ্যাপা কেমনে বুঝিবে কি আছে অগ্নিবেগে!
সহকারশাখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিত মালতীলতা
আমি জানি আর তরু জানে শুধু কলমর্ম্মর কথা!

একদা ফাগুনে সন্ধ্যা-সময়ে সূর্য্য নিতেছে ছুটি,
পূর্ব্ব-গগনে পূর্ণিমা চাঁদ করিতেছে উঠি উঠি;
কোনো পুরনারী তরু-আলবালে জল সেচিবার তানে
ছল করে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছুপানে;
কোনো সাহসিকা দুলিছে দোলায় হাসির বিজুলি হানি,
না চাহে নামিতে না চাহে থামিতে না মানে বিনয়বাণী;

কোন মায়াবিনী মৃগশিশুটিরে তৃণ দেয় একমনে,
পাশে কে দাঁড়ায়ে চিনেও তাহারে চাহে না চোখের কোণে!

হেন কালে কবি গাহিয়া উঠিল—নরনারী, শুন সবে,
কতকাল ধরে কি যে রহস্য ঘটিছে নিখিল ভবে!
এ কথা কে কবে স্বপনে জানিত—আকাশের চাঁদ চাহি
পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে সারারাত নিদ্ নাহি!
উদয়-অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে
এতকাল ধরে তাহার তত্ত্ব ছাপা ছিল কোন ছলে!
এত যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর নবমালতীর কানে
বড় বড় যত পণ্ডিত জনা বুঝিল না তার মানে!

শুনিয়া তপন অস্তে নামিল সরমে গগন ভরি,
শুনিয়া চন্দ্র থমকি রহিল বনের আড়াল ধরি!
শুনে সরোবরে তখনি পদ্ম নয়ন মুদিল ত্বরা,
দখিন-বাতাস বলে গেল তারে—সকলি পড়েছে ধরা!
শুনে ছিছি বলে' শাখা নাড়ি নাড়ি শিহরি উঠিল লতা,
ভাবিল, মুখর এখনি না জানি আরো কি রটাবে কথা!
ভ্রমর কহিল যূথীর সভায়—যে ছিল বোবার মত
পরের কুৎসা রটাবার বেলা তারো মুখ ফোটে কত!

শুনিয়া তখনি করতালি দিয়ে হেসে উঠে নরনারী—
যে যাহারে চায় ধরিয়া তাহায় দাঁড়াইল সারি সারি।
"হয়েছে প্রমাণ, হয়েছে প্রমাণ" হাসিয়া সবাই কহে—
"যে কথা রটেছে, একটি বর্ণ বানানো কাহারো নহে!"
বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া কহিল নয়নে নয়নে চাহি—
"আকাশে পাতালে মরতে আজিত গোপন কিছুই নাহি!"
কহিল হাসিয়া মালা হাতে লয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
"ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ি গেল তুমি আমি কোথা আছি!"

হায় কবি হায়, সে হতে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী,—
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি!
যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু
কোন দিন কোন গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু!
শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে ;—
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে ;
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কি ভাব ভরা,—
হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা।

১৩০৪।

উন্নতি-লক্ষণ।

(১)

ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী
জগৎব্যাপারে অজ্ঞ,
শুধাই তোমায় এ পুর-শালায়
আজি এ কিসের যজ্ঞ ?
সিংহ-দুয়ারে পথের দু'ধারে
রথের না দেখি অন্ত,—
কার সম্মানে ভিড়েছে এখানে
যত উষ্ণীষবন্ত ?
বসেছেন ধীর অতি গম্ভীর
দেশের প্রবীন বিজ্ঞ,
প্রবেশিয়া ঘরে সঙ্কোচে ডরে
মরি আমি অনভিজ্ঞ !
কোন্ শূরবীর জন্মভূমির
ঘুচাল হীনতাপঙ্ক ?
ভারতের শুচি যশশশিরুচি
কে করিল অকলঙ্ক ?
রাজা মহারাজ মিলেছেন আজ
কাহারে করিতে ধন্য ?
বসেছেন এঁরা পূজ্যজনেরা
কাহার পূজার জন্য ?

(উত্তর)

গেল যে সাহেব ভরি দুই জেব্,
করিয়া উদর পূর্ত্তি ;—
এঁরা বড়লোক করিবেন শোক
স্থাপিয়া তাহারি মূর্ত্তি।

অভাগা কে ওই মাগে নাম-সই,
দ্বারে দ্বারে ফিরে খিন্ন,
তবু উৎসাহে রচিবারে চাহে
কাহার স্মরণ চিহ্ন ?
সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসে হায়
নয়ন অশ্রুসিক্ত,
হৃদয় ক্ষুণ্ণ, খাতাটি শূন্য,
থলি একেবারে রিক্ত।
যাহার লাগিয়া ফিরিছে মাগিয়া
' মুছি ললাটের ঘর্ম্ম,
স্বদেশের কাছে কি সে করিয়াছে ?
কি অপরাধের কর্ম্ম ?

(উত্তর)

আর কিছু নহে, পিতাপিতামহে
বসায়ে গেছে সে উচ্চে,

জন্মভূমিরে সাজায়েছে ঘিরে
অমর-পুষ্পগুচ্ছে!

(২)

দেবী দশভুজা, হবে তাঁরি পূজা,
মিলিবে স্বজনবর্গ;
হেথা এল কোথা দ্বিতীয় দেবতা,
নূতন পূজার অর্ঘ?
কার সেবাতরে আসিতেছে ঘরে
আয়ুহীন মেষবৎস?
নিবেদিতে কারে আনে ভারে ভারে
বিপুল ভেট্‌কি মৎস্য?
কি আছে পাত্রে যাহার গাত্রে
বসেছে তৃষিত মক্ষী?
শলায় বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ
মনু-নিষিদ্ধ পক্ষী!
দেবতার সেরা কি দেবতা এঁরা,
পূজা ভবনের পূজ্য?
যাঁহাদের পিছে পড়েগেছে নীচে
দেবী হয়ে গেছে উহ্য।

(উত্তর)

ম্যাকে, ম্যাকিনন্, অ্যালেন্, ডিলন
দোকান ছাড়িয়া সদ্য

সরবে গরবে পূজার পরবে
তুলেছেন পাদপদ্ম !

এসেছিল দ্বারে পূজা দেখিবারে
দেবীর বিনীত ভক্ত,
কেন যায় ফিরে অবনত শিরে
অবমানে আঁখি রক্ত ?
উৎসবশালা, জ্বলে দীপমালা,
রবি চলে গেছে অস্তে ;—
কুতূহলীদলে কি বিধান-বলে
বাধা পায় দ্বারী হস্তে ?
ইহারা কি তবে অনাচারী হবে,
সমাজ হইতে ভিন্ন ?
পূজা দান ধ্যানে ছেলেখেলা জ্ঞানে
এরা মনে মানে ঘৃণ্য ?
(উত্তর)
না না এরা সবে ফিরিছে নীরবে
দীন প্রতিবেশীবৃন্দে,
সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ,
এরা এলে হবে নিন্দে !

(৩)

লোকটি কে ইনি যেন চিনি চিনি,
বাঙ্গালী মুখের ছন্দ,—
ধরণে ধারণে অতি অকারণে
ইংরাজিতরো গন্ধ!
কালিয়া-বরণ, অঙ্গে পরণ
কালো হ্যাট্ কালোকুৰ্ত্তি,
যদি নিজ-দেশী কাছে আসে ঘেঁসি
কিছু যেন কড়ামূৰ্ত্তি।
ধুতি-পরা দেহ দেখা দিলে কেহ
অতিশয় লাগে লজ্জা,
বাঙ্গলা আলাপে বোষে সন্তাপে
জ্বলে ওঠে হাড় মজ্জা।
ইঁহারা কি শেষ ছাড়িবেন দেশ?
এঁরা কি ভারত-দ্বেষ্টা?
এঁদের কি তবে দলে দলে সবে
বিজাতি হবার চেষ্টা?

(উত্তর)

এঁরা সবে বীর, এঁরা স্বদেশীর
প্রতিনিধি বলে গণ্য;
কোট্‌পরা কায় সঁপেছেন হায়
শুধু স্বজাতির জন্য!

অনুরাগ ভরে ঘুচাবার তরে
বঙ্গভূমির দুঃখ
এ সভা মহতী ; এর সভাপতি
সভ্যেরা দেশমুখ্য।
এরা দেশহিতে চাহিছে সঁপিতে
আপন রক্ত মাংস,
তবে এ সভাকে ছেড়ে কেন থাকে
এ দেশের অধিকাংশ ?
কেন দলে দলে দূরে যায় চলে,
বুঝে না নিজের ইষ্ট,
যদি কুতূহলে আসে সভাতলে,
কেন বা নিদ্রাবিষ্ট ?
তবে কি ইহারা নিজ-দেশছাড়া ?
রুধিয়া রয়েছে কর্ণ
দৈবের বশে পাছে কানে পশে
শুভ কথা এক বর্ণ ?
(উত্তর)
না, না, এঁরা হন্ জন-সাধারণ,
জানে দেশভাষামাত্র,
স্বদেশ-সভায় বসিবারে হায়
তাই অযোগ্য পাত্র !

(৪)

বেশ ভূষা ঠিক যেন আধুনিক,
মুখ দাড়ি-সমাকীর্ণ,
কিন্তু বচন অতি পুরাতন,
ঘোরতর জরাজীর্ণ!
উচ্চ আসনে বসি একমনে
শূন্যে মেলিয়া দৃষ্টি
তরুণ এ লোক লয়ে মনুশ্লোক
করিছে বচন বৃষ্টি!
জলের সমান করিছে প্রমাণ,
কিছু নহে উৎকৃষ্ট
শালিবাহনের পূর্ব্ব সনের
পূর্ব্বে যা নহে সৃষ্ট!
শিশুকাল থেকে গেছেন কি পেকে
নিখিল পুরাণ-তন্ত্রে?
বয়স নবীন করিছেন ক্ষীণ
প্রাচীন বেদের মন্ত্রে?
আছেন কি তিনি লইয়া পাণিনি,
পুঁথি লয়ে কীটদষ্ট?
বায়ুপুরাণের খুঁজি পাঠ-ফের
আয়ু করিছেন নষ্ট?

প্রাচীনের প্রতি গভীর আরতি
বচন-রচনে সিদ্ধ,
কহ ত ম'শায়, প্রাচীন ভাষায়
কত দূর কৃতবিদ্য ?
(উত্তর)
ঋজুপাঠ দুটি নিয়েছেন লুটি,
দু' সর্গ রঘুবংশ,
মাক্ষমুলার হতে অধিকার
শাস্ত্রের বাকি অংশ।

পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিত শির
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা,
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্ম্ম দীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম্ম সত্য,
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রি, আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্ শক্তি,
তিলক রেখায় বৈদ্যুত ধায়
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।

সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণ বলে
বাজালে শঙ্খঘণ্টা
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে
সচেতন হয় মন্‌টা।
এম্-এ ঝাঁকে ঝাঁক শুনিছে অবাক্
অপরূপ বৃত্তান্ত—
বিদ্যাভূষণ এমন ভীষণ
বিজ্ঞানে দুর্দ্দান্ত!
তবে ঠাকুরের পড়া আছে ঢের,—
অন্ততঃ গ্যানো-খণ্ড,
হেলম্‌হৎস অতি বীভৎস
করেছে লণ্ডভণ্ড!
(উত্তর)
কিছু না, কিছু না, নাই জানাশুনা
বিজ্ঞান.কানাকৌড়ি,
লয়ে কল্পনা লম্বা রসনা
করিছে দৌড়াদৌড়ি!

১৩০৬।

অশেষ।

আবার আহ্বান ?
যত কিছু ছিল কাজ, সাঙ্গ ত করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান।
জাগায়ে মাধবীবন চলে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যূষ নবীন,
প্রখর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি
গেছে মধ্যদিন।
মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ন ম্লান হেসে
হল অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে
আবার আহ্বান ?

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোণার আঁচল খসা,
হাতে দীপশিখা,
দিনের কল্লোল পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন জবনিকা।
ও পারের কালো কূলে কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমিরতলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা।

নয়ন-পল্লবপরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে
থেমে যায় গান ;
ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতি সম ;
এখনো আহ্বান ?

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্ত লোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস্ হরে'
আমার যামিনী ?
জগতে সবারি আছে সংসার-সীমার কাছে
কোনখানে শেষ,
কেন আসে মর্ম্মচ্ছেদি' সকল সমাপ্তি ভেদি'
তোমার আদেশ ?
বিশ্বযোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মত বাজে
তোমার আহ্বান ?

দক্ষিণ সমুদ্র পারে, তোমার প্রাসাদ দ্বারে,
হে জাগ্রত রাণী,
বাজেনা কি সন্ধ্যাকালে শান্ত সুরে ক্লান্ত তালে
বৈরাগ্যের বাণী ?

সেথায় কি মূক বনে ঘুমায়না পাখীগণে
আঁধার শাখায় ?
তারাগুলি হর্ম্ম্যশিরে উঠেনা কি ধীরে ধীরে
নিঃশব্দ পাথায় ?
লতা বিতানের তলে বিছায়না পুষ্পদলে
নিভৃত শয়ান ?
হে অশ্রান্ত শান্তিহীন, শেষ হয়ে গেল দিন,
এখনো আহ্বান ?

রহিল রহিল ভবে আমার আপন সবে,
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে গাঁথা মালা।
খেয়া তরী যাক্ বয়ে গৃহ-ফেরা লোক লয়ে
ও পারের গ্রামে,
তৃতীয়ার ক্ষীণ শশি ধীরে পড়ে যাক্ খসি
কুটীরের বামে !
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্ব্বাণ,
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নত শিরে
তোমার আহ্বান।

বল তবে কি বাজাব, ফুল দিয়ে কি সাজাব
তব দ্বারে আজ,
রক্ত দিয়ে কি লিখিব, প্রাণ দিয়ে কি শিখিব,
কি করিব কাজ ?
যদি আঁখি পড়ে ঢুলে, শ্লথ হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব্ব নিপুণতা,
বক্ষে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আসে জল,
বেধে যায় কথা,
চেয়ো নাকো ঘৃণাভরে, কোরো নাকো অনাদরে
মোরে অপমান,
মনে রেখো, হে নিদয়ে, মেনেছিনু অসময়ে
তোমার আহ্বান !

সেবক আমার মত রয়েছে সহস্র শত
তোমার দুয়ারে,
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি
পথের দু'ধারে।
শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাইনে দেবী,
ডাক ক্ষণে ক্ষণে ;
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে !

সেই গর্ব্বে জাগি রব সারারাত্রি দ্বারে তব
অনিদ্র নয়নে,
সেই গর্ব্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্যসম
তোমার আহ্বান!

হবে, হবে, হবে জয়, হে দেবী করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী!
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রাণী,
হে মহিমাময়ী!
কাঁপিবেনা ক্লান্তকর, ভাঙ্গিবেনা কণ্ঠস্বর,
টুটিবেনা বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি,
দীপ নিবিবে না!
কর্ম্মভার নবপ্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান!

বিদায় কাল।

ক্ষমা কর, ধৈর্য্য ধর,
হউক্ সুন্দরতর
বিদায়ের ক্ষণ!

মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়,
নহে বিচ্ছেদের ভয়,
শুধু সমাপন।

শুধু সুখ হতে স্মৃতি,
শুধু ব্যথা হতে গীতি,
তরী হতে তীর,

খেলা হতে খেলাশ্রান্তি,
বাসনা হইতে শান্তি,
নভ হতে নীড়।

দিনান্তের নম্র কর
পড়ুক্ মাথার পর,
আঁখিপরে ঘুম,

হৃদয়ের পত্রপুটে
গোপনে উঠুক্ ফুটে
নিশার কুসুম!

আরতির শঙ্খরবে
নামিয়া আসুক্ তবে
পূর্ণ পরিণাম.
হাসি নয় অশ্রু নয়
উদার বৈরাগ্যময়
বিশাল বিশ্রাম।

প্রভাতে যে পাখী সবে
গেয়েছিল কলরবে,
থামুক্ এখন !
প্রভাতে যে ফুলগুলি
জেগেছিল মুখ তুলি,
মুদুক্ নয়ন !
প্রভাতে যে বায়ুদল
ফিরেছিল সচঞ্চল
যাক্ থেমে যাক্ !
নীরবে উদয় হোক্
অসীম নক্ষত্র-লোক
পরম নির্ব্বাক্ !

হে মহাসুন্দর শেষ!
হে বিদায় অনিমেষ!
হে সৌম্য বিষাদ!
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির
মুছায়ে নয়ন-নীর
কর আশীর্ব্বাদ!
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির!
পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে,
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি
নিঃশব্দে আরতি করি
নিস্তব্ধ জগতে!

১৩০৫।

বর্ষ শেষ।

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে' আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি' দীর্ঘধারা।

১৩০৫ শালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত।

বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান ;
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্ব্বশেষ গান।

ধূসর-পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্দ্ধমুখে,
ছুটে চলে চাষী,
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি,—
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখী।

বীণাতন্ত্রে হান হান খরতর ঝঙ্কার ঝঞ্চনা,
তোল উচ্চসুর !
হৃদয় নির্দ্দয়ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর !
ধাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মতন ঊর্দ্ধবেগে
অনন্ত আকাশে !
উড়ে যাক্ দূরে যাক্ বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিঃশ্বাসে !

আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক্ তবে!
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত্ত আঘাতে
উড়ে হোক্ ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়!

মুক্ত করি দিনু দ্বার,—আকাশের যত বৃষ্টিঝড়
আয় মোর বুকে,
শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে!
বিজয়-গর্জ্জন-স্বনে অভ্রভেদ করিয়া উঠুক্
মঙ্গল নির্ঘোষ,
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্ম্মল
কঠিন সন্তোষ!

সে পূর্ণ উদাত্তধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্রসম
সরল গম্ভীর
সমস্ত অন্তর হতে মুহূর্ত্তে অখণ্ডমূর্ত্তি ধরি
হউক্ বাহির!

নাহি তাহে দুঃখ সুখ পুরাতন তাপ-পরিতাপ
কম্প লজ্জা ভয়,
শুধু তাহা সদ্যস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়।

হে নূতন, এস তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে,
ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘন ঘোর স্তূপে!
কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্ত্তেকে দিক্ দিগন্তর
করি অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহ ক্ষণকাল!

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘন গূঢ় ভ্রূকুটীর তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,—
তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্র মুখে
বায়ুগর্জ্জে আসে,—
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণবেগে
বিদ্ধ করি হানে,
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে!

এবার আসনি তুমি বসন্তের আবেশ-হিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি',
এবার আসনি তুমি মর্ম্মরিত কূজনে গুঞ্জনে,—
ধন্য ধন্য তুমি!
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
গর্ব্বিত নির্ভয়,—
বজ্রমন্ত্রে কি ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম,—
জয় তব জয়!

হে দুর্দ্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল!
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দ্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন-পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে!

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান!
সদ্যোজাত মহাবীর, কি এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান!

উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জলদর্চ্চি-রেখা ;
করযোড়ে চেয়ে আছি ঊর্দ্ধমুখে, পড়িতে জানি না
কি তাহাতে লেখা।

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি' অন্তরেতে হউক্ কম্পিত
সুতীব্র স্বনন!
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান!
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরাণ!

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক!
মুহূর্ত্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি,—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জ্জন করি!

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়!

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখ মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ-যুগান্তের!
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্দ্ধে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে!

তার পরে ফেলে দাও, চূর্ণ কর, যাহা ইচ্ছা তব,
ভগ্ন কর পাখা!
যেখানে নিক্ষেপ কর হৃতপত্র, চ্যুত পুষ্পদল,
ছিন্ন ভিন্ন শাখা,

ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দস্যুতার
লুণ্ঠনাবশেষ,
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ত-তমিস্র সেই
বিস্মৃতির দেশ!

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রাম বিহীন;
মেঘের অন্তর পথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে
চলে গেল দিন।
শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে,
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া
নিশীথ গগনে!

১৩০৫।

ঝড়ের দিনে।

আজি এই আকুল আশ্বিনে,
মেঘে-ঢাকা দুরন্ত দুর্দ্দিনে,
হেমন্ত ধানের ক্ষেতে বাতাস উঠেছে মেতে,
কেমনে চলিবে পথ চিনে?
আজি এই দুরন্ত দুর্দ্দিনে!

দেখিছ না ওগো সাহসিকা
ঝিকিমিকি বিদ্যুতের শিখা !
মনে ভেবে দেখ তবে এ ঝড়ে কি বাঁধা রবে
কবরীর শেফালি-মালিকা ?
ভেবে দেখ ওগো সাহসিকা !

আজিকার এমন ঝঞ্ঝায়
নূপুর বাঁধে কি কেহ পায় ?
যদি আজি বৃষ্টিজল ধুয়ে দেয় নীলাঞ্চল
গ্রামপথে যাবে কি লজ্জায়
আজিকার এমন ঝঞ্ঝায় ?

হে উতলা শোন কথা শোন !
দুয়ার কি খোলা আছে কোনো ?
এ বাঁকা পথের শেষে মাঠ যেথা মেঘে মেশে
বসে' কেহ আছে কি এখনো
এ দুর্য্যোগে, শোন ওগো শোন !

আজ যদি দীপ জ্বালে দ্বারে
নিবে কি যাবে না বারে বারে ?
আজ যদি বাজে বাঁশি গান কি যাবে না ভাসি'
আশ্বিনের অসীম আঁধারে
ঝড়ের ঝাপটে বারে বারে ?

মেঘ যদি ডাকে গুরু গুরু,
নৃত্য মাঝে কেঁপে ওঠে উরু,
কাহারে করিবে [illegible] দিবে দোষ
বক্ষ যদি করে [illegible]
মেঘে ডেকে ওঠে গুরু [illegible]

যাবে যদি,—মনে ছিল না কি,
আমারে নিলে না কেন ডাকি?
আমি ত পথেরি ধারে বসিয়া ঘরের দ্বারে
আনমনে ছিলাম একাকী
আমারে নিলে না কেন ডাকি?

কখন্ প্রহর গেছে বাজি,
কোন কাজ নাহি ছিল আজি;
ঘরে আসে নাই কেহ, সারা দিন শূন্য গেহ,
বিলাপ করেছে তরুরাজি।
কোন কাজ নাহি ছিল আজি!

যত বেগে গরজিত ঝড়,
যত মেঘে ছাইত অম্বর,
রাত্রে অন্ধকারে যত পথ অফুরান্ হত
আমি নাহি করিতাম ডর—
যত বেগে গরজিত ঝড়।

বিদ্যুতের চমকানি-কালে
এ বক্ষ নাচিত তালে তালে ;
উত্তরী উড়িত মম   উন্মুখ পাখার সম ;
মিশে যেতে আকাশে পাতালে
বিদ্যুতের চমকানি কালে।

তোমায় আমায় একত্তর
সে যাত্রা হইত ভয়ঙ্কর।
তোমার নূপুর আজি প্রলয়ে উঠিত বাজি,
বিজুলী হানিত আঁখিপর,
যাত্রা হত মত্ত ভয়ঙ্কর !

কেন আজি যাও একাকিনী ?
কেন পায়ে বেঁধেছ কিঙ্কিনী ?
এ দুর্দ্দিনে কি কারণে পড়িল তোমার মনে
বসন্তের বিস্মৃত কাহিনী ?
কোথা আজি যাও একাকিনী ?

১৩০৬।

অসময়।

হয়েছে কি তবে সিংহ-দুয়ার বন্ধ রে ?
  এখনো সময় আছে কি, সময় আছে কি ?
দূরে কলরব ধ্বনিছে মন্দ মন্দ রে,
  ফুরাল কি পথ ? এসেছি পুরীর কাছে কি ?
মনে হয় সেই সুদূর মধুর গন্ধ রে
  রহি রহি যেন ভাসিয়া আসিছে বাতাসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
  এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে !

ওই কি প্রদীপ দেখা যায় পুরমন্দিরে ?
  ও যে দুটি তারা দূর পশ্চিম গগনে।
ও কি শিঞ্জিত ধ্বনিছে কনক মঞ্জীরে ?
  ঝিল্লির রব বাজে বনপথে সঘনে।
মরীচিকা-লেখা দিগন্তপথ রঞ্জি' বে
  সারাদিন আজি ছলনা করেছে হতাশে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
  এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

এত দিনে সেথা বন-বনান্ত নন্দিয়া
  নব-বসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি !
তরুণ আশার সোনার প্রতিমা বন্দিয়া
  নব আনন্দে ফিরিছে যুবক-যুবতী।

বীণার তন্ত্রী আকুল ছন্দে ক্রন্দিয়া
 ডাকিছে সবারে আছে যারা দূর প্রবাসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
 এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

আজিকে সবাই সাজিয়াছে ফুলচন্দনে,
 মুক্ত আকাশে যাপিবে জ্যোৎস্না-যামিনী।
দলে দলে চলে বাঁধাবাঁধি বাহু-বন্ধনে,
 ধ্বনিছে শূন্যে জয়-সঙ্গীত-রাগিণী।
নূতন পতাকা নূতন প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে
 দক্ষিণবায়ে উড়িছে বিজয় বিলাসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি
 এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে !

সারা নিশি ধরে বৃথা করিলাম মন্ত্রণা,
 শরৎ-প্রভাত কাটিল শূন্যে চাহিয়া,
বিদায়ের কালে দিতে গেনু কারে সান্ত্বনা,
 যাত্রীরা হোথা গেল খেয়াতরী বাহিয়া!
আপনারে শুধু বৃথা করিলাম বঞ্চনা,
 জীবন-আহুতি দিলাম কি আশা-হুতাশে !
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি
 এখন্ বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে !

প্রভাতে আমায় ডেকেছিল সবে ইঙ্গিতে,
বহুজনমাঝে লয়েছিল মোরে বাছিয়া,
যবে রাজপথ ধ্বনিয়া উঠিল সঙ্গীতে
তথনো বারেক উঠেছিল প্রাণ নাচিয়া।
এখন কি আর পারিব প্রাচীর লঙ্ঘিতে,
দাঁড়ায়ে বাহিরে ডাকিব কাহারে বৃথা সে!
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে!

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে,
দীর্ঘ ভ্রমণ একদিন হবে অন্ত রে,
শান্তি সমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে।
দুয়ার-প্রান্তে দাঁড়ায়ে বাহির প্রান্তরে
ভেরী বাজাইব মোর প্রাণপণ প্রয়াসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি
এখন্ বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিছে আকাশে!

১৩০১

বসন্ত।

অযুত বৎসর আগে, হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে,
মত্ত কুতূহলী,
প্রথম যে দিন খুলি নন্দনের দক্ষিণ দুয়ার
মর্ত্ত্যে এলে চলি,—
অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটীর প্রাঙ্গনে
পীতাম্বর পরি,
উতলা উত্তরী হ'তে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে
মন্দার-মঞ্জরী,—
দলে দলে নর-নারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি'
লয়ে বীণা বেণু
মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি
ছুঁড়ি পুষ্পরেণু।

সখা, সেই অতি দূর সদ্যোজাত আদি মধুমাসে
তরুণ ধরায়
এনেছিলে যে কুসুম ডুবাইয়া তপ্ত কিরণের
স্বর্ণ মদিরায়,
সেই পুরাতন সেই চিরন্তন অনন্ত প্রবীন
নব পুষ্পরাজি

বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ, তাই লয়ে আজো পুনর্ব্বার
সাজাইলে সাজি।
তাই সেই পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের
বিস্মৃত বারতা,
তাই তার গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত লোক-লোকান্তের
কান্ত মধুরতা।

তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবন হতে
উঠিছে উচ্ছ্বাসি
লক্ষ দিন যামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা,
অশ্রু, গান, হাসি।
যে মালা গেঁথেছি আজি তোমারে সঁপিতে উপহার,
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষা-কাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে।
সযত্ন-সেচন-সিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুট
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অসংখ্য চুম্বন-ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে!

আমার বসন্ত রাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল
যে কয়টি কথা,

তোমার কুসুমগুলি, হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ,
নিয়ে গেল কোথা ?
সে চম্পক, সে বকুল, সে চঞ্চল চকিত চামেলি
স্মিত শুভ্রমুখী,
তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক উন্নমিতা,
একান্ত কৌতুকী,
কয়েক বসন্তে তারা আমার যৌবন-কাব্যগাথা
লয়েছিল পড়ি' ;
কণ্ঠে কণ্ঠে থাকি তারা শুনেছিল দুটি বক্ষোমাঝে
বাসনা বাঁশরী।

ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়,
ওগো মধুমাস,
তোমার কুসুমগন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলেস্থলে
হইবে প্রকাশ।
বকুলে চম্পকে তারা গাঁথা হয়ে নিত্য যাবে চলি
যুগে যুগান্তরে,
বসন্তে বসন্তে তারা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি
কুহু কলস্বরে।
অমর বেদনা মোর, হে বসন্ত, রহি গেল তব
মর্ম্মর নিঃশ্বাসে,
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্র সন্ধ্যাকাশে।

ভগ্ন মন্দির।

ভাঙা দেউলের দেবতা!
তব বন্দনা রচিতে, ছিন্না
বীণার তন্ত্রী বিরতা!
সন্ধ্যা-গগনে ঘোষেনা শঙ্খ
তোমার আরতি-বারতা!
তব মন্দির স্থির-গম্ভীর,
ভাঙা দেউলের দেবতা!

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ
নব-বসন্ত-পবনে!
যে ফুলে রচেনি পূজার অর্ঘ্য,
রাখেনি ও রাঙা চরণে,
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার
জনহীন ভাঙা ভবনে।

পূজাহীন তব পূজারী
কোথা সারাদিন ফিরে উদাসীন
কার প্রসাদের ভিখারী!

গোধূলী বেলায় বনের ছায়ায়
চির-উপবাস-ভূখারী
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে
পূজাহীন তব পূজারী!

ভাঙা দেউলের দেবতা!
কত উৎসব হইল নীরব
কত পূজানিশা বিগতা!
কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা
কত যায় কত কব তা',
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন
ভাঙা দেউলের দেবতা!

বৈশাখ।

হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ!
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি পিনাক করাল
কারে দাও ডাক!
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

ছায়ামূর্ত্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে!
কি ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্ত্তি তব অনুচর!

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ!
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্ত্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণ্যচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণু-রাশ
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ!

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী!
পদ্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে
উদাসী প্রবাসী,
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী!

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর

নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
　　　করি ভস্মসার
　　চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার!

　　হে বৈরাগী কর শান্তিপাঠ!
উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক্ নদী পার হয়ে, যাক্ চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
　　　পূর্ণ করি মাঠ!
　　হে বৈরাগী কর শান্তিপাঠ!

　　সকরুণ তব মন্ত্রসাথে
মর্ম্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্বপরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্তস্বরে,
　　　অশ্বত্থ ছায়াতে
　　সকরুণ তব মন্ত্রসাথে!

　　দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকার-ক্ষুব্ধ ধূলাসম উড়ুক্ গগনে,
ভরে' দিক্ নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধসনে
　　　আকুল আকাশ!
　　দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ!

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্তলে,—বিশাল বৈরাগ্যে আবরিযা
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষ কোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল!
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল!

ছাড় ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ!
ভাঙিয়া মধ্যাহ্ণ তন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক্!
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ! ১৩০৬।

রাত্রি।

মোরে কর সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্ব্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা!
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা!
তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্যোগ
ভ্রমিতেছে জগতে জগতে
আমারে তুলিয়া লও সেই তার ধ্বজচক্রহীন
নীরবঘর্ঘর মহারথে!

তুমি একেশ্বরী রাণী বিশ্বের অন্তর-অন্তঃপুরে
সুগম্ভীরা হে শ্যামাসুন্দরী!
দিবসের ক্ষয়ক্ষীণ বিরাট্ ভাণ্ডারে প্রবেশিয়া
নীরবে রাখিছ ভাণ্ড ভরি!
নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত নীলকান্ত সুপ্তি-সিংহাসনে
তোমার মহান্ জাগরণ!
আমারে জাগায়ে রাখ সে নিস্তব্ধ জাগরণ তলে
নির্নিমেষ পূর্ণ সচেতন!

কত নিদ্রাহীন চক্ষু যুগে যুগে তোমার আঁধারে
খুঁজেছিল প্রশ্নের উত্তর!
তোমার নির্ব্বাক্ মুখে একদৃষ্টে চেয়েছিল বসি
কত ভক্ত জুড়ি দুই কর!
দিবস মুদিলে চক্ষু, ধীরপদে কৌতূহলী দল
অঙ্গনে পশিয়া সাবধানে
তব দীপহীন কক্ষে সুখ দুঃখ জন্মমরণের
ফিরিয়াছে গোপন সন্ধানে!

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্দ্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি!

পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণা-কাতর,
চকিতে বিদ্যুৎ-রেখাবৎ
তোমার নিখিল-লুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ।

জগতের সেইসব যামিনীর জাগরূকদল
সঙ্গীহীন তব সভাসদ
কে কোথা বসিয়া আছে আজি রাত্রে ধরণীর মাঝে
গণিতেছে গোপন সম্পদ!
কেহ কারে নাহি জানে, আপনার স্বতন্ত্র আসনে
আসীন স্বাধীন স্তব্ধচ্ছবি;
হে শর্ব্বরী সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভায়
মোরে করি দাও সভাকবি।

১৩০৬।

অনবচ্ছিন্ন আমি।

আজি মগ্ন হয়েছিনু ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে,
যখন মেলিনু আঁখি, হেরিনু আমারে!
ধরণীর বস্ত্রাঞ্চল দেখিলাম তুলি,
আমার নাড়ীর কম্পে কম্পমান ধূলি!
অনন্ত আকাশ-তলে দেখিলাম নামি,
আলোক-দোলায় বসি দুলিতেছি আমি!
আজি গিয়েছিনু চলি মৃত্যু পরপারে
সেথা বৃদ্ধ পুরাতন হেরিনু আমারে!
অবিচ্ছিন্ন আপনারে নিরখি ভুবনে
শিহরি উঠিনু কাঁপি আপনার মনে।
জলে স্থলে শূন্যে আমি যতদূরে চাই
আপনারে হারাবার নাই কোন ঠাঁই!
জলস্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্যামী,
হেরিলাম তাঁর মাঝে স্পন্দমান আমি!

১৩০৬।

জন্মদিনের গান।

বেহাগ। চৌতাল।

ভয় হতে তব অভয়-মাঝারে
নূতন জনম দাও হে!
দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে,
সংশয় হতে সত্য-সদনে,
জড়তা হইতে নবীন জীবনে
নূতন জনম দাওহে!
আমার ইচ্ছা হইতে, হে প্রভু,
তোমার ইচ্ছা মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে, হে প্রভু,
তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে,
সুখ দুখ হতে শান্তি-ক্রোড়ে,
আমা হতে নাথ তোমাতে মোরে
নূতন জনম দাও হে!

পূর্ণকাম।

কীর্ত্তনের সুর।

সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি
আপনি সে মন নিয়েছ !
সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু, তুমি
দুখ বলে সুখ দিয়েছ !
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল
শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে,
বাঁধিলে ভক্তি বাঁধনে।
সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে
কতদিকে কত খোঁজালে !
তুমি যে আমার কত আপনার
এবার সে কথা বোঝালে !
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে !
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি দুয়ারে !

পরিণাম।

ভৈরবী ঝাঁপতাল।

জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর-কিনারে!
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আমি তব অমৃত-দুয়ারে!
জানিহে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে;
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে,
জীবন হতে নিয়েছ নব জীবনে!
জানি হে নাথ পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ান-সমুখে;
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিন রজনী
সকল পথে বিপথে সুখে অসুখে!
জানি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশ-ভয়-পাথারে!
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মত তুলিয়া লবে তাহারে।

১৩০৬।